SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department Of Philosophy

বিষয় :- কারণ

PowerPoint Presentation By
LAXMAN DUTTA

'তর্কসংগ্রহ দীপিকা'কৃত 'কারণ'

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত কারণের লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তি দোষের আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন,'যা কার্যের নিয়ত পূর্বে থাকে তাই কারণ'-কারণের এই লক্ষণটিকে গ্রহণ করলে তন্তু যেমন বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববর্তী হওয়ায় বস্ত্রের কারণ হবে ,ঠিক তেমনি তন্তুরূপও বস্ত্রের কারণ হয়ে পড়বে। কেননা তন্তুর মতো তন্তুরূপও বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি। এর ফলে কারণের লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে।

তাই অতিব্যাপ্তি দোষ দূর করার জন্য অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় কারণ-

এর লক্ষণের সঙ্গে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি যোগ করেছেন এবং

বলেছেন,"অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম্"।

অর্থাৎ,'যা অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় তাই হলো

কারণ'। তন্তরূপ বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলেও তা বস্ত্রের প্রতি

অন্যথাসিদ্ধ ,অনন্যথাসিদ্ধ নয় । আর তাই লক্ষণটিতে আর

অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটার আশঙ্কা থাকে না।

অন্যথাসিদ্ধ বা অন্যথাসিদ্ধি

অন্যথাসিদ্ধের ধর্মই হল 'অন্যথাসিদ্ধি'।অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন - 'যা কোন কার্যের কারণ তা অন্যথাসিদ্ধ হবে না , অন্যথাসিদ্ধ থেকে ভিন্ন বা অনন্যথাসিদ্ধ হবে । কাজেই বলা যায় - যা কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি অথচ কার্যের উৎপত্তির জন্য যা অপরিহার্য নয়, তাই হল অন্যথাসিদ্ধ ।

যেমন - তন্তরূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ । কারণ তন্তু রূপ ছাড়া হয় না ,তন্তুর কোন না কোন রূপ থাকবেই । কিন্তু বস্ত্র রূপেরক্ষেত্রে তা অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ নয় ।তন্তুবায় যখন বিশেষ বর্ণের বস্ত্র উৎপন্ন করতে চায় ,তখন তন্তরূপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই তন্তরূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হলেও বস্ত্ররূপের প্রতি অনন্যথাসিদ্ধ বা কারণ।

অন্যথাসিদ্ধির প্রকারভেদ

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ দীপিকাটীকায় অন্যথাসিদ্ধির তিনটি প্রকার বা রূপের কথা বলেছেন। এগুলি হল -

প্রথম রূপ :-

যার সঙ্গে থাকার জন্য যদি কোন কার্যের প্রতি কোনো পদার্থের পূর্ববৃত্তিত্ব জানা যায় ,তার দ্বারা সেই পদার্থ ওই কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হবে।

যেমন - তন্তুর মতো তন্তুরূপ এবং তন্তুত্বও বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হওয়ায় তন্তু যেমন বস্ত্রের কারণ হয়, ঠিক তেমনি তন্তুরূপ এবং তন্তুত্বকেও বস্ত্রের প্রতি কারণ বলতে হয়। তন্তুরূপ ও তন্তুতে তন্তুর সঙ্গে সর্বদা থাকার জন্য বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয়। কিন্তু তন্তুনিরপেক্ষভাবে তন্তুরূপ ও তন্তুত্ব বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয় না। তাই তন্তু বস্ত্রের প্রতি কারণ হলেও তন্তুরূপ ও তন্তুত্ব বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

দ্বিতীয় রূপ :-

অন্য কার্যের প্রতি কোনো পদার্থের পূর্ববৃত্তিত্ব জানার
পরই যদি আরেকটি কার্যের প্রতি সেই পদার্থের পূর্ববৃত্তিত্ব জানা যায়,
তবে সেই দ্বিতীয় কার্যের প্রতি ওই পদার্থ অন্যথাসিদ্ধ হয় ।

যেমন - আকাশ যে শব্দের সমবায়িকারণ তা আমাদের জানা
থাকলেও ওই আকাশ ঘটকার্যেরও নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে
আকাশ শব্দের প্রতি কারণ হলেও ঘটের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

তৃতীয় রূপ :-

যেসব নিয়ত পূর্বগামী ব্যাপার কার্যের উৎপত্তির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাই হল কার্যের কারণ ,কিন্তু তার সঙ্গে অন্য যা যা যুক্ত
থাকে তা তা হবে অন্যথাসিদ্ধ ।

যেমন - পাকজ গন্ধের প্রতি গন্ধের প্রাগভাব হল কারণ ,কিন্তু রূপাদির প্রাগভাব হল অন্যথাসিদ্ধ। কেননা রূপাদির প্রাগভাব পাকজ
গন্ধের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলেও পাকজ গন্ধের উৎপত্তির জন্য অপ্রয়োজনীয় বা অন্যথাসিদ্ধ।

কারণের শ্রেণীবিভাগ

অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন ,কারণ তিন প্রকার। যথা - (১)সমবায়িকারণ ,(২)অসমবায়িকারণ ও (৩)নিমিত্তকারণ ।

(১) সমবায়িকারণ :-

'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে অন্নংভট্ট সমবায়িকারণের লক্ষণে বলেছেন -"যৎ সমবেতং কার্যং উৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্"।

অর্থাৎ ,যাতে বা যে আশ্রয়ে সমবেত হয়ে বা সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যটি উৎপন্ন হয়, সেই আশ্রয়টি হল কার্যের সমবায়িকারণ ।

যেমন - ঘটের প্রতি কপালদ্বয় হল সমবায়িকারণ । কেননা ঘট কপালদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়। আবার বস্ত্রের ক্ষেত্রে তন্তু হল সমবায়িকারণ। কারণ বস্ত্র তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়।

(২) অসমবায়িকারণ :-

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অসমবায়িকারণের লক্ষণে বলেছেন - "কার্যেন
কারণেন বা সহ একস্মিন অর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তৎ
অসমবায়িকারণম্"।

অর্থাৎ ,কার্যের সঙ্গে বা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে সমবেত থেকে যা
কার্যকে উৎপন্ন করে তাই হলো অসমবায়িকারণ।

যেমন - তন্তুসংযোগ হলো বস্ত্রের অসমবায়িকারণ।কেননা তন্তুসংযোগের
অধিকরণ তন্তুতে বস্ত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে তন্তুসংযোগ বস্ত্রের
অসমবায়িকারণ হয়।

অসমবায়িকারণের প্রকারভেদ

অসমবায়িকারণ দুই ধরনের হতে পারে। এগুলি হল-

(ক) কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্যকে উৎপন্ন করে তাই হল অসমবায়িকারণ।

যেমন - তন্তুসংযোগ বস্ত্রের অসমবায়িকারণ। কেননা তন্তুসংযোগ এবং বস্ত্র উভয়ই একই আশ্রয় তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তন্তুসংযোগ গুণ হিসাবে যেমন তন্তুতে সমবেত হয় ,তেমনি বস্ত্র কার্য হিসেবে তার সমবায়িকারণ তন্তুতে সমবেত হয়। ফলেই কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে সমবেত থেকে কারণ হয় তন্তুসংযোগ।তাই এটি প্রথম প্রকার অসমবায়িকারণ।

(খ) কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে তাই

হল অসমবায়িকারণ।

যেমন - তন্তুরূপ হল বস্ত্ররূপের অসমবায়িকারণ। কেননা তন্তুরূপ বস্ত্ররূপ কার্যের সঙ্গে কোন অধিকরণে সমবেত হয় না ; বরং ওই বস্ত্ররূপের কারণ যে বস্ত্র তার সঙ্গে একই অধিকরণ তন্তুতে সমবেত হয়।

ফলে কার্যের কারণের সঙ্গে সমবেত থেকে কার্যকে উৎপন্ন করে তন্তুরূপ।তাই এটি দ্বিতীয় প্রকার অসমবায়িকারণ।

(৩) নিমিত্তকারণ :-

অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন-"তৎ উভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্"।

অর্থাৎ, যে কারণ সমবায়ি ও অসমবায়ি-এই উভয় প্রকার কারণ থেকে
ভিন্ন, তাই হল নিমিত্ত কারণ ।

যেমন - তুরী,বেমা,তন্তুবায় ইত্যাদি হল বস্ত্রের নিমিত্তকারণ। কেননা
এগুলি বস্ত্রকার্যের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বলে বস্ত্রের কারণ হয়।
কিন্তু এগুলি বস্ত্রের সমবায়িকারণ নয়, আবার অসমবায়িকারণও নয়।

ধন্যবাদ